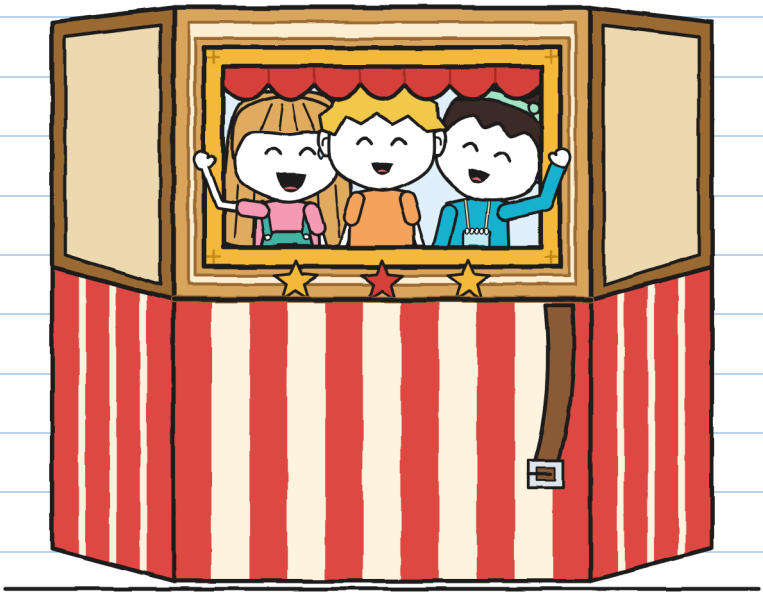
অসম্ভব ডেলিভারি · ৬

একটা জায়গা তিনজনের

LinguAula



(গুনির খাতা)

সাইজ M
মাঝারি স্তর · ৯+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৬
একটা জায়গা তিনজনের

লেখা ও ছবি: LinguAula

সাইজ M · মাঝারি স্তর · ৯+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

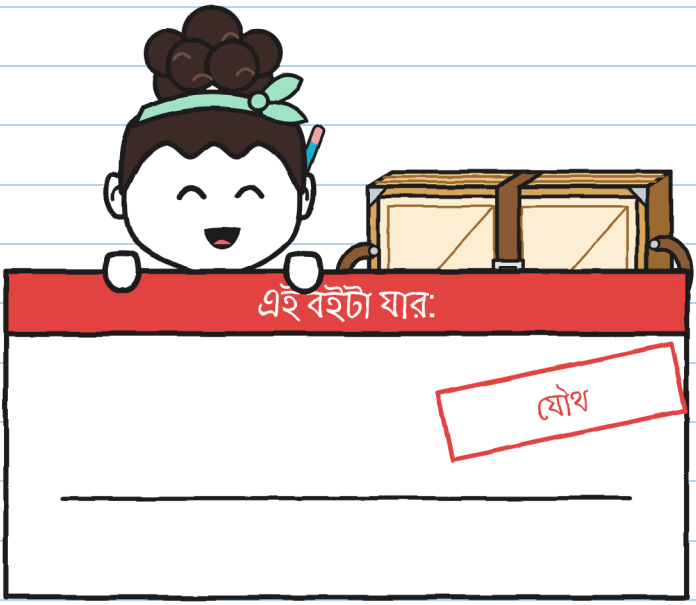
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের ষষ্ঠ বই। আগের বইগুলো: “এই পার্সেলটা কামড়ায়”, “মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না”, “ফেরত, দয়া করে”, “এখানে নয়, টুকরো!” আর “একটা কেক দুজনের”।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এটা তিনজনে বয়। আমি হাতল বেছে নিয়েছি। -হু.



যৌথ। এঁটে যাই। -হু.

যদি এটা পেয়ে যাও, ভাঁজ করে ফিরিয়ে দিয়ো।

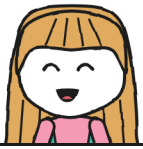
শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায় যা শুধু গল্পে ঘটে। সত্যিকারের ড্রাগন নেই। পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের স্থানান্তরের জন্য ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

কে কে



গুনি। মাপে সেন্টিমিটারে। এই সপ্তাহে আরেকটা জিনিসও গোনে।



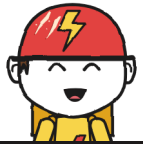
লুলিতা। পথ চেনে। বুঝিয়ে বলাটা অন্য ব্যাপার।



নোয়া। লুলিতার অনেক আগের বন্ধু। মাপে পা ফেলে: পা তো সবসময় সঙ্গেই থাকে।



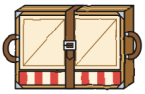
ইরেনে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ চালান। কোন দিকে বলেন না: বলেন "থামো"।



তোনিও। বিজলির আর দোকানের। সময় ধরে, মতামত দেয় না। প্রায়।



মারা। পার্সেল ধার দেন। বাক্সটা ছাড়েন না।



৬ নম্বর। একটা থিয়েটার, যা একটা বাক্সে এঁটে যায়। বেল্টটা কেউ না ধরলে যেদিকে খুশি খুলে যায়।



র. প্রেরক। এবার একটা ইনভেন্টরিতে একটা লাইন রেখে গেছেন।

ডেলিভারির খাতা ৬
গুনির

যৌথ।



৫ নম্বর খাতাটা শেষ হয়েছিল একটা ঘড়ির ডায়ালে দুটো কাঁটা নিয়ে। এটা কমলা রঙের, ম্যান্ডারিন কমলার মতো। এতেও দোকানের সিলমোহর আছে।

প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

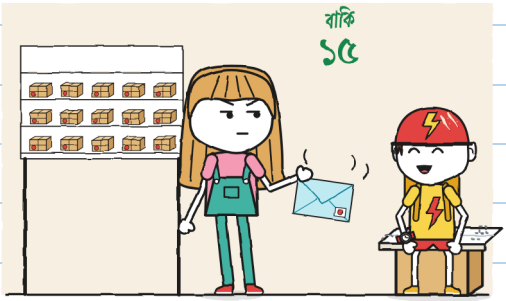
প্রথম পাতাটা আমি আমার হাতের লেখায় ভাগ করে নিয়েছি। -হু.

অধ্যায় ১

তিনজন কেন লাগে?

সোমবার স্কুল থেকে বেরিয়ে দেখি, হুলিতা কাউন্টারে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, হাতে একটা খাম। সবুজও নয়, নীলও নয়। ফিরোজা রঙের, আর বন্ধ।

"ডাকপিয়ন দিয়ে গেছে। লেখা আছে 'অসম্ভব ডেলিভারি দোকান'। অনেকক্ষণ ধরে খুলিনি।"
"কতক্ষণ?"
"আটাশ মিনিট," তোনিও নিজের বাক্স থেকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। "পাড়ার রেকর্ড।"

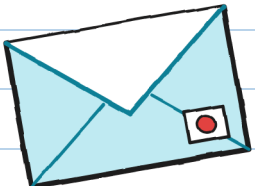


ওটা আমার ছিল না। যে খাম আমার নয়, তার ওজন তিনগুণ। -হু.

মারা নখ দিয়ে খামটা খুললেন।

আমি ইরেনে, পাড়ার কমিউনিটি সেন্টারের থিয়েটার ওয়ার্কশপের দায়িত্বে আছি।
ইনভেন্টরি হালনাগাদ করতে গিয়ে একটা লাইন পেয়েছি:
"ভাঁজ-করা ছোট থিয়েটার: পাওয়া মুলতুবি"।
ওটা কি আপনাদের কাছে আছে?
শনিবার ৩১ তারিখ পাড়ার প্রতিযোগিতা।
ছোট থিয়েটারটা ভাঁজ করা অবস্থায় আমাদের উঠোনে পৌঁছালে,
আর তিনজনের একটা দল ওটা বয়ে আনলে, আমি সেখানেই সই করে দেব।
নোয়ার দলে তিনজনের জায়গা আছে, আর এখন শুধু ও-ই আছে।

হুলিতা: আমি! এখন আমি থিয়েটার করি।
পার্সেল বোঝে এমন কাউকে সঙ্গে এনো। -নোয়া



"পার্সেল বোঝে এমন কেউ।" সেটা আমি। "পার্সেল" কথাটা আমার ভালো লাগল। "কেউ" কথাটা, কম।

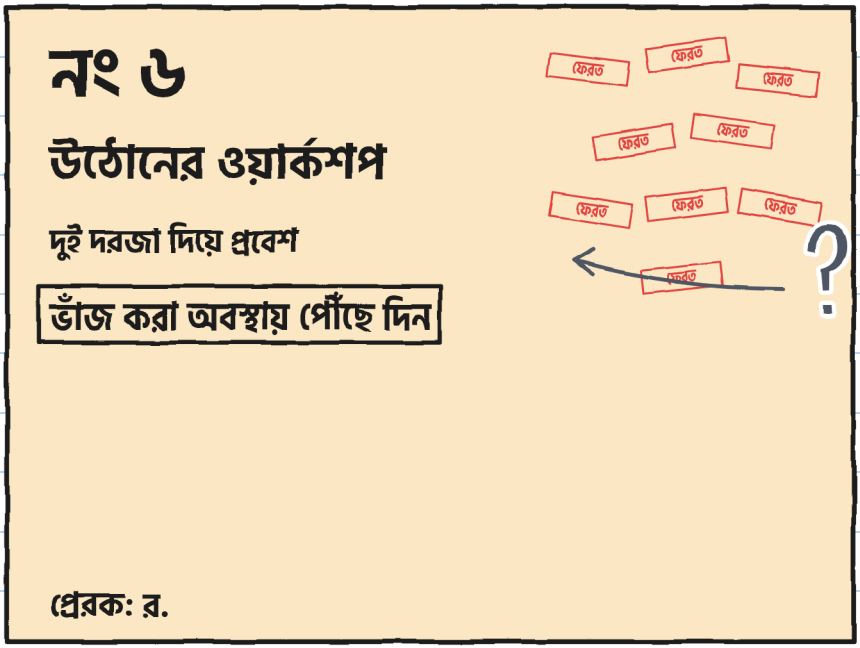
পাঁচটায় ইরেনে আর নোয়া এল। ইরেনের হাতে একটা ফাইল, গায়ে অনেক পকেটওয়ালা একটা ভেস্ট, আর গলায় ঝোলানো একটা হুইসেল। নোয়ার গলায় দড়িতে ঝোলানো একটা নোটবই, আর কানের পেছনে একটা ফিরোজা পেনসিল।

হুলিতা আর নোয়া এতক্ষণ জড়াজড়ি করে রইল যে আমি সময় মেপে ফেললাম: এগারো সেকেন্ড। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, খাতা হাতে। খাতা এই কাজেও লাগে: হাতে কিছু ধরে রাখার জন্য।

"এ গুনি," হুলিতা বলল। "পার্সেল বোঝে।"
"হ্যালো, পার্সেল-বোঝা গুনি," নোয়া বলল। আর আমার নামটা নিজের নোটবইয়ে লিখে নিল।



মারা নীল টুলে উঠে তাক থেকে ৬ নম্বরটা নামালেন। সবগুলোর মতোই একটা বাক্স।



"নয়টা সিলমোহর," হুলিতা বলল।
"'দুই দরজা'," নোয়া পড়ে বলল। "কোন দুটো দরজা?"

ইরেনে জানতেন না। মারাও না। আমি একটা প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে লিখে রাখলাম।

"আমি এটা নয়বার নিয়ে গেছি," মারা বললেন। "সোমবার দরজা খুলত সেলাইয়ের দল। বুধবার, কোরাস। শুক্রবার, দাবা। 'ওয়ার্কশপ? এখানে নয়।' একটা ওয়ার্কশপের জন্য কেউ সই করত না।"
"থিয়েটার মহড়া দেয় উঠোনে," ইরেনে বললেন। "আর উঠোনে কলিং বেল নেই।"

ইরেনে ফাইল খুলে মারাকে সেন্টারের একটা সিল-দেওয়া কাগজ দেখালেন।

"এখন ওয়ার্কশপটা রেজিস্টারে আছে: 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ। দায়িত্বে: ইরেনে'। একটা ওয়ার্কশপের জন্য এখন কেউ সই করে।"

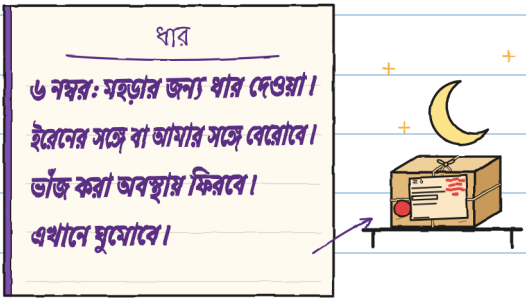


"এখন যখন সই করার লোক আছে, মারা ওটা নিজের বাক্সের ভেতরে করে নিয়ে যান না কেন, এলিয়ার স্ট্যান্ডের মতো?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"আমার বাক্সে আমি ওটা নয়বার নিয়ে গেছি," মারা বললেন। "এখন শর্ত ঠিক করবেন যিনি পার্সেলটা গ্রহণ করছেন।"

"ভাঁজ-করা ছোট থিয়েটার তো চত্বরে চত্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য," ইরেনে বললেন। "আমি দেখতে চাই, আমার ছেলেমেয়েরা ওটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে পারে কি না। না পারলে ওটা আমার কাজে লাগবে না। আর যা আমার কাজে লাগে না, তাতে আমি সই করি না।"

"এটা আমি আগেও শুনেছি, একটা বেকারিতে," মারা বললেন। আর নিজের রেজিস্টার-বইয়ে শর্তগুলো লিখে নিলেন। লেবেল থাকবে বাক্সে, আর বাক্স মারার কাছে।

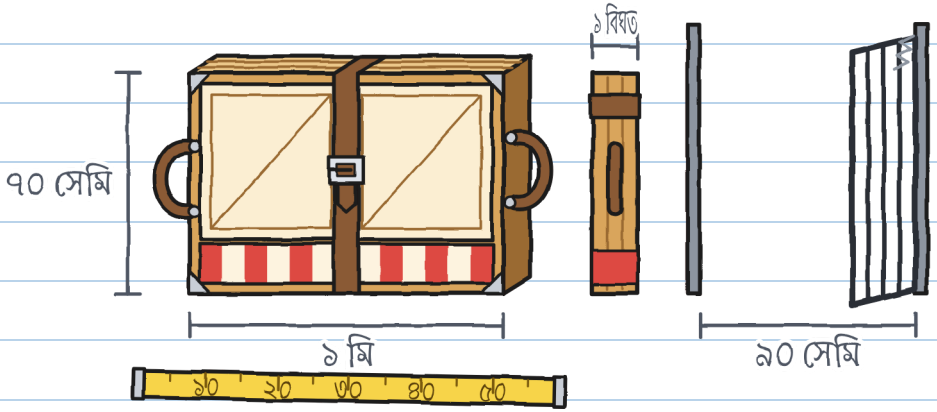


ও যদি নিজের তাকেই ঘুমোয়, ভোরে ফিরে যাওয়ার মতো কোথাও থাকে না। তাই নয়টা সিলমোহরেই থেকে যায়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। -হু.

মঙ্গলবার আমরা কমিউনিটি সেন্টারের উঠোনে গেলাম। ফুটপাত থেকে ঢুকতে হয় একটা লোহার ফটক দিয়ে, যেটা নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

মারা বাক্স্ টা মাটিতে রেখে ঢাকনা সরালেন। বাক্স্ থেকে বেরোতেই ছোট থিয়েটারটা বড় হয়ে উঠল, এলিয়ার স্ট্যান্ডের মতো। আমি আর ভয় পাই না: ফিতে বের করি।

৬ নম্বরের মাপ

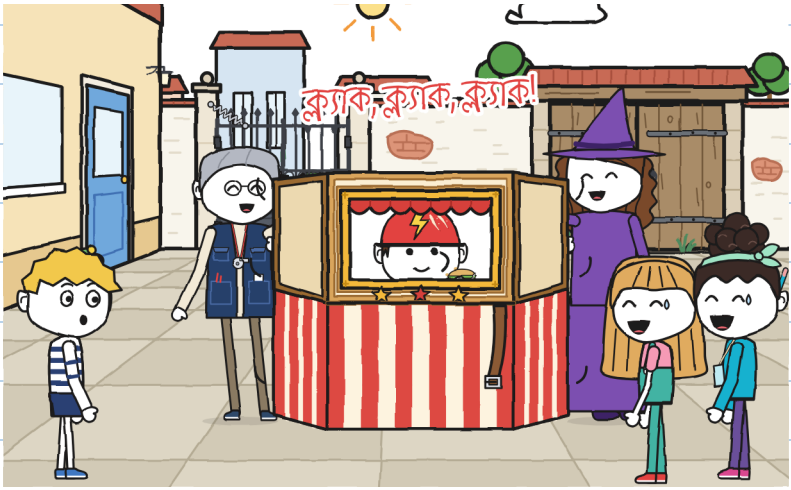


কাত করে ধরলে ফটক দিয়ে ঢুকে যেত। সেটাই ছিল সহজ কাজ।

সবার আগে ইরেনে দেখতে চাইলেন ওটা আস্ত আছে কি না। বেল্টটা খুলে ভাঁজ-করা গাঁটরিটা ঘুরিয়ে ধরলেন। প্যানেলগুলো নিজের ভারে নিজে থেকে খুলে গেল: ক্ল্যাক, ক্ল্যাক, ক্ল্যাক। তিনদিকে দেয়াল, একটা ছোট পর্দা আর পেছনের প্যানেলে ফ্রেমওয়ালা একটা জানালা, এমন একটা মঞ্চ।

ছোট থিয়েটারের জানালা দিয়ে দেখা গেল তোনিওকে, একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে যাচ্ছে। মুখ ভর্তি। শুভেচ্ছা জানাতে পারল না।

"আস্ত আছে," ইরেনে বললেন। "ওয়ার্কশপের নিয়ম: হাত থাকবে হাতলে। কবজায় কখনও নয়। আর বাঁক নেওয়ার সময় কেউ একজন বেল্টটা ধরে থাকবে।"



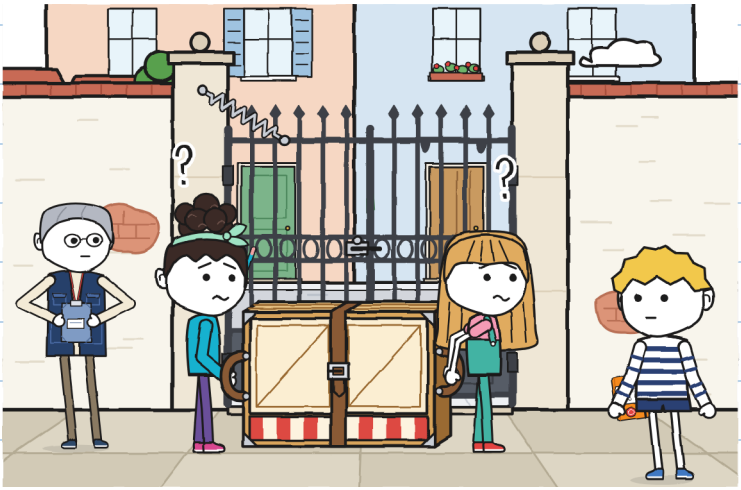
ইরেনে আর মারা ওটা ভাঁজ করে বেল্ট এঁটে দিলেন।

"আমরা চেষ্টা করি," হুলিতা বলল। নোয়া ততক্ষণে অন্য হাতলে।

তিন গুনে ওরা ওটা তুলল। পারল। উঠোনে একটা পাক দিল। ফটক পর্যন্ত গেল। ফটক বন্ধ ছিল।

হুলিতা ফটকটার দিকে তাকাল। নোয়াও তাকাল। ওদের চারটে হাত, আর চারটেই ব্যস্ত।

আমি দুই মিটার দূরে ছিলাম, আমার দুটো হাতই খালি, আর একটা খাতা।



আমি পিঠ দিয়ে ফটকটা ধরে রাখলাম। ওরা পেরোল। ইরেনে ফাইলে কিছু একটা লিখলেন।

সেই বিকেলে আমি এই খাতার যন্ত্রটা বানালাম।

তিনজনের মিটার

প্রতিটা অংশে কে কী করে

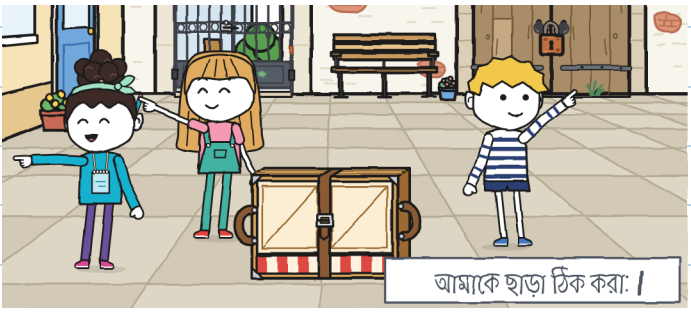
	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 
উঠোন, প্রথম চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	
উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	গুনি

দুটো নাম বারবার আর একটা ঘর ফাঁকা: পার হওয়া যাবে না। ঘরটা ভরা থাকলে, যাবে।

আর আরেকটা জিনিসও লিখে রাখলাম, আরও ছোট: "ফটক একটা পাথরও ধরে রাখতে পারে"।

লেবেলটা বোঝা তখনও বাকি।
"দুই দরজা মানে ফটকের দুটো পাল্লা," হুলিতা বলল।
"দুটোই খুলতে হবে," নোয়া বলল।
"আগে বাইরে থেকে পাঁচিলটা মাপতে পারি," আমি বললাম।
আমরা তিনজন একসঙ্গে আঙুল দেখালাম। হুলিতা, ফটক। নোয়া, ওয়ার্কশপের ঘর। আমি, রাস্তা।
"পরে," ওরা দুজন বলল।

আমি একাই গেলাম। পাঁচিলটা ঘুরে একটা জিনিস পেলাম। ফিরে এসে দেখি, আমি যখন পাড়ায় ছিলামই না, তখনকার কিছু একটা নিয়ে ওরা হাসছে। আমি মুখ খুললাম।
"ঠিক হয়ে গেছে, গুনি," হুলিতা বলল। "দুটো পাল্লা।"
আমি মুখ বন্ধ করলাম। আর খাতাও।



ওই দাগটা আমি দুদিন পরে দেখেছি। ওটা আমার ছিল। -হু.

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
গুনি একটা শব্দ লিখল আর জায়গা ছেড়ে রাখল। "যৌথ" শব্দটা দেখছ?

সাইজ XS · A1
আমি একটাই শব্দ লিখলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রাখলাম। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ S · A2
প্রথম পাতায় আমি একটা শব্দ লিখেছিলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ M · B1
প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ L · B2
প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম আর অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। একই ছোট থিয়েটার। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো